বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৮ বৈশাখ ১৪২৪, ১১ মে ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

শ্রমিক ভাই ও বোনেরা এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

'শ্রমজীবী মানুষ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ' অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রমজীবী ভাই-বোন ও পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি আজীবন বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন।

স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে মেহনতি, শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি, উৎপাদন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। উৎপাদন ও উন্নয়নে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখছেন, সেই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আমরা 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' গঠন করি। আমরা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিকদের জীবন-মান উন্নয়ন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও টেকসই কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শ্রমিকগণের দক্ষতা উন্নয়ন, শান্তিপূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

সুধিমন্ডলী,

১৯৭৩ সালে ১৫ই ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,''আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছি সেই বাংলাদেশ এখনও আমার স্বপ্নই রয়ে গেছে। গরীব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে তখনি প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশে কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।''

শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণের পাশাপাশি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেন। মজুরি কমিশন গঠন করেন। মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩' এবং 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন করেছি। বিএনপি-জামাত জোট আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা চালু করেছি।

'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' ও এর বিধিমালা প্রণয়ন করি। এই আইনের আওতায় আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষা এবং তাঁদের সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' গঠন করেছি।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর এ তহবিলের স্থিতির পরিমাণ ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে প্রায় ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি মুনাফা এ তহবিলের প্রধান উৎস।

এ তহবিল থেকে বিভিন্নখাতে কর্মরত ১ হাজারেরও বেশি শ্রমিককে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা কল্যাণ, গোষ্ঠিবীমার প্রিমিয়াম ও শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক যে কোন খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ভাই-বোন তাঁদের সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি মেডিকেল কলেজ অথবা সরকারি কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ৩ লক্ষ টাকা, কোন শ্রমিক ভাই-বোন কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারনে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে ২ লক্ষ টাকা, জরুরি চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০ হাজার টাকা, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন।

আমরা এ পর্যন্ত ৯৬৬ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে প্রায় ৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এ ছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকেরা মাতৃত্বকালীন এই তহবিল থেকে অর্থ সহায়তা নিতে পারবেন।

শ্রমিক ভাই-বোনেরা এ তহবিল থেকে অর্থ প্রাপ্তির যাবতীয় নিয়ম-কানুন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলা পর্যায়ের অফিস ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানতে পারবেন।

আজ এই তহবিল থেকে ৬০ জন শ্রমজীবী মানুষ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হলো।

সুধিমন্ডলী,

আমরা পোশাক শিল্পসহ ৩৮টি শিল্পখাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছি। শ্রমঘন গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৩ শত টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

শ্রম আইন সংশোধন করে আমরা রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে প্রথমবারের মত একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি। প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের ০.০৩ শতাংশ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি এ তহবিলে জমা হচ্ছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিলে জুলাই ২০১৬ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী নারী গার্মেনটসসহ বিভিন্ন শিল্পে কাজ করছেন। আমরা তাঁদের সমান মজুরি নিশ্চিত করেছি।

আমরা নারী শ্রমিকদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ডরমিটরি নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদীতে ৩টি ডরমিটরি কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, হাসপাতাল নির্মাণ করেছি।

আমরা জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছি, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন করেছি।

৫৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬২টি চা বাগানে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের জন্য ২০১৫ সালে জার্মান সরকার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইএলও এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২ বছরে প্রায় ১২০ জন শ্রমিক, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিকে জার্মানি, কম্বোডিয়া এবং মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সরকার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের সকল শ্রমিকের জীবন-মান উন্নত, অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ও শ্রম সম্পর্কিত রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ, সামাজিক পুনর্বাসন, এমনকি প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তিকে যেন পেনশন প্রদান করা যায় সে বিষয় নিয়েও আমরা কাজ করছি।

যেকোন শ্রমিক দুর্ঘটনার কারণে বা পেশাগত রোগ-ব্যাধির কারণে মৃত্যুবরণ করলে বা কর্মক্ষমতা হারালে তাঁদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিধান বাংলাদেশ শ্রম আইনে রয়েছে। তবে বড় ধরণের দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। তৈরি পোশাক শিল্পের সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা তা উপলব্ধি করেছি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হলো দীর্ঘ মেয়াদী ও টেকসই এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কীম চালু করা। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করেছি। এক্ষেত্রে জার্মান সরকার ও আইএলও আমাদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

ইতোমধ্যে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ জার্মানির এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

আশা করছি, এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা আমাদের দেশের উপযোগী এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কীম গড়ে তুলতে সক্ষম হব। যার মাধ্যমে শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সহজ হবে। এ বিষয়ে আমি মালিক-শ্রমিক সংগঠনসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

সুধিমন্ডলী,

শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকগণ প্রায়ই পেশাগত রোগ-ব্যাধি ও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হন। সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন। তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় দেশে প্রথমবারের মত আমরা অকুপেশনাল ডিজিস হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি।

হাসপাতালের ৩৩ শতাংশ শয্যা শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য রিজার্ভ থাকবে এবং শ্রমিক ভাই-বোনেরা কম খরচে এ হাসপাতালে পেশাগত রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা নিতে পারবেন।

আমাদের দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে উপযুক্ত ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, উপযুক্ত মজুরিতে সবার জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। এ জন্য প্রয়োজন আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রদানে মালিকের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যদিকে যে কারখানায় কাজের মাধ্যমে শ্রমিকগণ জীবিকা নির্বাহ করছেন সেই কারখানাও যাতে টিকে থাকে এবং ভালোভাবে চলে তার দায়িত্বও শ্রমিকদের নিতে হবে। তবেই আমরা শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বিত প্রয়াসে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...